

Available online at <http://www.ijims.com>

ISSN - (Print): 2519 – 7908 ; ISSN - (Electronic): 2348 – 0343

IF:4.335; Index Copernicus (IC) Value: 60.59; Peer-reviewed Journal

## Analysis of women's empowerment in the context of traditional marriage system

প্রচলিত বিবাহ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নারীর ক্ষমতায়নের সম্ভাবনা বিচার

Sushen Mondal

Assistant professor, Department of philosophy,  
Dinabandhu Mahavidyalaya, Bongaon, North 24 parganas, West Bengal, India

### Abstract

As long as men and women have become accustomed to family life through marriage, gender inequality has been created and it is women who have suffered the most as a result of this inequality. Some philosophers and social reformers think that the position of women in ancient India was quite advanced. But it can be said that the root of the present gender inequality was rooted in the social system of the past and the various Vedic mantras and our scriptures are still bearing the witness to this. From the conversation between Kunti and Pandu in the Mahabharata, we can see that in ancient times, women were independent and from the introduction of the marriage system, women began to be subordinate to men. So this gender inequality, which is deeply ingrained in today's society, did not suddenly fall from the sky, its core tradition in the marriage system of men and women flowing from the distant past. In the present article, I have tried to discuss how this marriage system is an obstacle to women's empowerment and also try to find out how to get out of it.

**Keywords:** Gender, Gender Inequality, Women Empowerment, Marriage system.

### Article

**ভূমিকাঃ** মানুষ সমাজবদ্ধ জীব এবং পরিবার সমাজের মূল একক। কিন্তু পরিবার বলতে আমরা কি বুঝি? ম্যাক আইভার ও পেজ এর মতে, “The family is a group defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children.”<sup>1</sup> অর্থাৎ পরিবার হল এমন এক মানবগোষ্ঠী যেখানে সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে এক সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী যৌন সম্পর্কের দ্বারা নর-নারী আবদ্ধ হয়। একজোড়া প্রাপ্তবয়স্ক নারী পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি পরিবার গঠন করে। তাদের পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততি সেই পরিবারের সদস্য। সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতে পরিবারের যে ধারণা বহমান, সেখানে কোন একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ তার পরিবারের বাইরের কোন পরিবার থেকে তার পছন্দ মত কোন নারীকে বিবাহ করে। বিবাহের পর নারী তার গোত্র, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পিতা-মাতার আশ্রয় ত্যাগ করে স্বামীর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বামীর পরিচয়ই তার পরিচয়, স্বামী ও তার আত্মীয়-স্বজনের সেবাই তার ধর্ম বলে গণ্য হয়। সেখানে স্বামী গৃহের বাইরে অর্থ উপার্জনে রত থাকে

আর স্ত্রী গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করে কর্মক্লান্ত স্বামী ও তার পরিজনের সেবায় নিযুক্ত হয়। পুরুষ তার পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য তার কঠিন পরিশ্রমে উপার্জিত অর্থ তার স্ত্রীর হাতে সমর্পণ করে, স্ত্রী সেই অর্থ পরিবারের সকলের প্রয়োজন মতো খরচ করে। একটি সুখী পরিবারের কল্পনায় আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, কর্মক্লান্ত স্বামী গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে, স্বামীপ্রতীক্ষারত স্ত্রী তাকে খাওয়ার জল ও পাখার বাতাস দিয়ে তার সেবা করছে। অর্থাৎ সুখী পরিবারের কল্পনায় আমাদের চোখের সামনে যে ছবি ভেসে ওঠে সেখানে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ভূমিকা সমান। একজন বাইরে কাজ করে অর্থ উপার্জন করে, অন্যজন গৃহাভ্যন্তরে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। এই পরিবারকে সমাজের একক বলা হয়। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে পরিবারে বসবাস করে মানুষ যে নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে বসবাস করতে পারে তা নয়। মানুষের লোভ, মোহ ইত্যাদি দ্বারা প্রতারণিত হয়ে তারা তাদের সহজ-সরল জীবনের মধ্যে ডেকে আনে নানা জটিলতা। আর জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ যখন উদ্বেল হয়ে ওঠে তখন তার প্রয়োজন হয় একটু প্রেম, একটু ভালোবাসা যার দ্বারা তার উত্তপ্ত হৃদয় শান্ত হয়। স্নেহ, প্রেম, মায়া-মমতা প্রভৃতি শব্দগুলি পর্যায় শব্দ বা এগুলো সমগোত্রীয় শব্দ যাদের অর্থ আমরা সকলেই বুঝি। কোথায় পাওয়া যায় তাও আমরা বুঝি। তাই যখনই আমাদের হৃদয় বেদনা-বিদূর হয়ে ওঠে তখনই আমরা একটু স্নেহের পরশ লাভের জন্য কোন নারীর কোমল হৃদয়ের স্পর্শ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি। সংসারে মা, মাসি, পিসি, দিদি, ঠাকুরমা এবং সর্বোপরি স্ত্রীর নিকট থেকে আমরা এরূপ স্নেহ-প্রেম, মায়া-মমতা লাভে ধন্য হই। যন্ত্রণাদাক্ষ জীবনে নারীর ভূমিকা অপরিসীম। জীবনে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে কাজী নজরুল ইসলাম যথার্থই বলেছেন, “জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য লক্ষ্মী নারী/ সুখমা-লক্ষ্মী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি/ পুরুষ এনেছে যামিনী-শানি, সমীরণ বারিবাহ/ দিবসে দিয়াছে শক্তি-সাহস, নিশীথে হয়েছে বধু/ পুরুষ এসেছে মরুতৃষা ল'য়ে নারী যোগায়েছে মধু” (নারী, কাজী নজরুল ইসলাম)। বাংলার আর এক কবি জীবনানন্দ দাশ ও লিখেছেন, “আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,আমারে দু-দন্ড শান্তি দিয়ে ছিল নাটোরের বনলতা সেন”। নারীর থেকে কবি শুধুমাত্র শান্তি লাভ করেছেন তাই নয়, তিনি বলেছেন, জীবনের চরম দুঃখ দুর্দশার সময়ে যখন সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেছে, তখন কোন এক নারীই একমাত্র তার পাশে থেকেছে। তাই তিনি লিখতে পেরেছেন, “সব নদী ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন, থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন”। কিন্তু পরিবার ও সমাজে এই বনলতা সেনদের অবস্থান কোথায়? সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অন্তর্গত অনিবার্য লিঙ্গভেদ, সভ্যতার উন্মত্ত থেকে সামাজিক লিঙ্গ বৈষম্যের কারণ হিসেবে সমাজের রন্ধে রন্ধে প্রবাহিত হয়েছে। নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যে সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ, শক্তিমান পুরুষ তাকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে এক পুরুষতান্ত্রিক সমাজ গঠন করেছে এবং নারীকে ব্যবহার করেছে নিজের হাতের পুতুল হিসাবে এবং এই অবস্থা আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। আমরা এখন দেখব প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানের বিভিন্ন সময়ে সমাজে নারীর অবস্থান কেমন ছিল এবং তারপর এই অবস্থার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করব।

**প্রাচীন ভারতে নারীর অবস্থান:** ভারতে নারীকে যে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় না এ বিষয়ে পুরুষরাও নিঃসন্দেহ, কিন্তু এমন অবস্থা একদিনে তৈরি হয়নি। সুদূর অতীত থেকেই এই অবমূল্যায়নের প্রথা চলে আসছে। প্রাচীনকাল থেকেই নারীর অবমূল্যায়ন করা হয়েছে এবং যত রকম ভাবে পারা যায় তার উপর অত্যাচার করা হয়েছে এবং বিভিন্ন বেড়াডালে আবদ্ধ রাখা হয়েছে। অনেকে মনে করেন, প্রাচীন ভারতে নারীর অবস্থান যথেষ্ট উন্নত ছিল, আধুনিক যুগেই নারীশক্তির অবমূল্যায়ন

ও লিঙ্গ বৈষম্যের সূত্রপাত। উদাহরণ হিসাবে তারা উল্লেখ করেন ‘প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে শক্তিরূপে নারীকে পূজা করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল’। “India of the Vedas entertained a great respect for women amounting to worship”<sup>2</sup>. “In the ancient Indian society women were adored and worshiped as goddesses. However in the middle age, the status of women got down to a great extent. Women are considered in the society only to perform duties like bring up children, caring every family member and other household activities.”<sup>3</sup> কিন্তু শক্তিরূপে নারীর পূজা-পদ্ধতিকে যদি নারীর প্রতি শ্রদ্ধার সমার্থক বলা যেত, তাহলে বর্তমানকালে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে এত জোরদার আলোচনার পরিসর তৈরীই হত না। বর্তমানে কালীপূজা, দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজার বহর যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, অতীতের কোন সময়ে এরূপ ছিল বলে মনে হয় না। আবার এইসব নারীকেন্দ্রীক পূজা-পদ্ধতি আকারে, প্রকারে যত বৃদ্ধি পেয়েছে, সমাজে নারীর অবমূল্যায়নও ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, “যে জাতি সীতার সৃষ্টি করতে পারে, এমনকি যদি শুধুমাত্র সীতার স্বপ্নও দেখে থাকে সে জাতির নারীর প্রতি শ্রদ্ধা জগতে তুলনাহীন”<sup>4</sup>। কিন্তু স্বামীজীর মতের বিরুদ্ধে বলতেই হয় যে, সীতার চরিত্র থেকেই তৎকালীন সমাজে নারীর প্রতি শ্রদ্ধার তুলনায় বরং বেশী বেশী করে অশ্রদ্ধা ও অসম্মানের ভাব ফুটে ওঠে। নির্ভীক, সরল, কোমল হৃদয়, মাতৃ স্বরূপিনী নারী চরিত্র হিসাবে সীতা চরিত্র সার্থক, কিন্তু সেই সর্ব গুণাস্বিতা নারীর প্রতি সমাজের ব্যবহার কিরূপ? যে নারী পিতা ও শ্বশুর গৃহের রাজ ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে স্বামীর সঙ্গে এক বস্ত্রে বনবাস গ্রহণ করতে পারে, রাবণের বিপুল প্রভাব-প্রতিপত্তি নির্ভীক হৃদয়ে পরিত্যাগ করতে পারে, তার কি স্বামী ও সংসারের নিকট অগ্নিপরীক্ষা ও বনবাসে যাওয়ার মত সাঁজা প্রাপ্য ছিল? সীতা চরিত্রের মধ্যে স্বামীজী কোথায় যে ‘প্রাচীন সমাজে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা খুঁজে পেয়েছেন জানি না, কিন্তু বর্তমানে কোন নারী সীতার ন্যায় জীবন চায়না বলেই তারা নারী জীবনকেই কামনা করে না এবং বর্তমান যুগেও নারীর প্রতি সমাজের মনোভাব সীতার মতনই রয়ে গেছে বলেই কোন মাতাই কন্যা সন্তান কামনা করে না। প্রাচীন অথর্ব বেদেও এর সমর্থন পাওয়া যায়, “O God save my son who is going to take birth. Do not make him a girl.” (Atharvaveda-8/6/25) ঋক্ বেদে বলা হয়েছে, “God Indra said, women cannot be educated because they are always stupid.” (Rigveda-8/33/17) ‘ন্যায় শক্তিমানদের স্বার্থ’ থ্রাসিমেকাসের এই কথাকে সক্রোটস তাঁর যুক্তিজালে যতই খণ্ডন করুন, সমাজের রন্ধে রন্ধে এই ধারণাই প্রবাহিত। অর্থই শক্তি, অর্থই ক্ষমতা, কিন্তু সমাজে অধিকাংশ নারীর হাতে অর্থ থাকে না বা অধিকাংশ নারীই কোন অর্থকরী কর্মের সঙ্গে যুক্ত না থাকায় তারা ক্ষমতার বৃত্তের বাইরেই অবস্থান করে।

**প্রাচীন শাস্ত্রে নারীর অবস্থানঃ** আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রাচীনকালের নারীর অবস্থা জানার একমাত্র উপায় প্রাচীন সাহিত্য যেখানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। প্রাচীনকালে নারীর প্রতি অবজ্ঞার প্রথম সুরটি শোনা যায় বৈদিক পুত্রোষ্টি যজ্ঞের বিধি থেকে। বেদে পুত্র লাভের জন্য পুত্রোষ্টি যজ্ঞের বিধি থাকলেও কন্যা সন্তানের কামনায় কোন বিধির কথা জানা যায় না। শুধু তাই নয় সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে কেউ কন্যা সন্তান কামনা করেছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। আর এই কারণেই ‘পুত্রোষ্টি’ শব্দটির কোন স্ত্রী লিঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন কি এমনিতেই সকলের কন্যা সন্তান হত যে, কন্যা সন্তান লাভের জন্য কোন বিধি প্রবর্তনের প্রয়োজনই পড়ে নি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে শুক্রানুর মধ্যে X ও Y

ক্রোমোজমের সংখ্যা সমান হওয়ায় যেখানে পুত্র ও কন্যার উভয়ের জন্মের সম্ভাব্যতা সমান সমান, সেখানে শুধুমাত্র পুত্রোষ্টি যাগের বিধান নারীর প্রতি অবজ্ঞার পরিচয় নয় কি? বৈদিক বিধান অনুসারে শুধুমাত্র পুত্র সন্তানই স্বর্গস্থ পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-তর্পণের অধিকারী। কিন্তু যেখানে সমাজে নারী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান সেখানে শুধুমাত্র পুত্র সন্তানদেরকেই শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ক্রিয়ার অধিকার দেওয়া, নারীর প্রতি বঞ্চনা না হোক অবজ্ঞা নয় কি? হিন্দু ধর্মের জনক, মনু স্মৃতির রচয়িতা, নারী নিপীড়নে যার রচনার জুড়ি মেলা ভার, তিনি লিখেছেন, “Women have no devine right to perform any religious ritual, nor make vows or observe a fast. Her only duty is to obey and please her husband and she will for that reason alone be exalted in heaven.” (৫/১৫৮) তিনি আরও লিখেছেন, “While performing namkarm and jatkarm, Vedic mantras are not to be recited by women, because women are lacking in strength and knowledge of Vedic texts. Women are impure and represent falsehood.” (৯/১৮)

**বর্তমান ভারতে নারীর অবস্থানঃ** বর্তমান ভারতে নারীর অবস্থান কেমন এবিষয়ে জানার প্রকৃষ্ট উপায় হল, কোন হাসপাতাল বা নার্সিংহোম, যেখানে সন্তান প্রসব হয় তার আশে পাশে গিয়ে নবজাতক/ নবজাতিকার পরিবারের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে তাদের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করা। যদি নবজাতক কোন দম্পতির প্রথম সন্তান হয়, তাহলে পুত্র বা কন্যা যাই হোক পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায়, কিন্তু পুত্র সন্তান হলে যতটা হত তার থেকে কিঞ্চিৎ কম হয়। অর্থাৎ অন্তরের অসন্তুষ্টির ভাব চেপে রেখে আনন্দ প্রকাশ করা বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখে হাসি আনার চেষ্টা করলে যেমন হয়, তাদের সেই অবস্থা হয়। তারপর যদি প্রথম কন্যা সন্তানের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় সন্তানও কন্যা হয়, তাহলে পরিবারের সদস্যদের মুখের প্রতি তাকানো যায় না। সেখানে তাদের যে ভাব দেখা যায়, তাতে বোঝা যায়না যে, সেখানে কোনো সন্তানের জন্ম হয়েছে না মৃত্যু হয়েছে। অথচ কোন পরিবারে দুই বা ততোধিক পুত্র সন্তানেও সেখানে এমন কোন শোকের আবহ তৈরি হয়না। বর্তমান শিক্ষিত সমাজ একাধিক সন্তানে আগ্রহ হারিয়েছে, কেননা যদি প্রথম সন্তান কন্যা হয় তাহলে পুনরায় কন্যা হতে পারে এই ভয়ে আর দ্বিতীয় সন্তানের ঝুঁকি কেউ নিতে চায় না। আবার প্রথম সন্তান পুত্র হলেও অতিরিক্ত সন্তুষ্টিতে অর্থাৎ ‘ছেলে হয়ে গেছে ব্যস’ এই মনোভাব থেকে আর কেউ দ্বিতীয় সন্তানের ইচ্ছা পোষণ করে না। পুত্র সন্তানের অত্যধিক মোহে অনেকেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই জন্মের লিঙ্গ নির্ধারণ করে কন্যা জন্ম হত্যা করে, পুনরায় পুত্র সন্তানের জন্য চেষ্টা করে। তার পরেও যদি কন্যা সন্তানের জন্ম হয় তাহলে সে স্ত্রীর কপালে জোটে লাঞ্ছনা ও অপমান। অনেক পরিবারই সে প্রসুতি ও নবজাতিকাকে হাসপাতাল থেকে আর গৃহে ফিরিয়ে নিতে চায় না। কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে হাসপাতালের আয়া-মাসিদেরও মন খারাপ হয়, কেননা তারা অধিক বকশিশ দাবি করতে পারে না। বর্তমান সভ্য ভারতে যতই আমরা নারী-পুরুষ সমান অধিকারের কথা বলি, আমাদের মানসিকতা মোটামুটি এইরকম। আইন করে কন্যাজন্ম হত্যা বন্ধ করা যায়, নারী-নির্ধাতন রোধ করা যায়, নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটানো যায় কিন্তু নারীর মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের মানসিকতার বদল কিভাবে সম্ভব? পুত্র বা কন্যার জন্মের বিষয়ে মানুষের হাতে কোন স্বাধীনতা নেই। মহাভারতের কুন্তির ন্যায় যদি এই ক্ষমতা মানুষের হাতে থাকত তাহলে বোধহয় এতদিন পৃথিবী নারীশূন্য হয়ে যেত। কুন্তির নিকট বিকল্প ছিল পুত্র বা কন্যা কামনা করার অথচ তিনি একবারও সে ইচ্ছা করেননি। গান্ধারীর নিকট শতপুত্রের বরদান ছিল, সেই জন্যই তাকে হস্তিনাপুরের ন্যায় মহান ও প্রতাপশালী রাষ্ট্রের পুত্রবধূ করে আনা হয়।

পুত্র-কন্যার জন্মের সময়ের ন্যায় মৃত্যুর সময়েও এই বৈষম্য দেখা যায়। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তারজন্য যেমন আনন্দ প্রকাশের লোক পাওয়া যায় না তেমনি তার মৃত্যুতেও সংসারে তার জন্য কাঁদবার বা দুঃখ প্রকাশের লোকের অভাব দেখা যায়। যেমন যদি কোন পরিবারের কোন কন্যা, মাতা, ভগ্নী প্রভৃতি কোন নারীর মৃত্যু ঘটে তবে তার জন্য কাঁদার লোক পাওয়া যায় না, কিন্তু বিপরীতে যদি কোন পুত্র সন্তান বা বয়স্ক পুরুষেরও মৃত্যু ঘটে তাহলে তার জন্য কাঁদার লোকের অভাব হয় না। জন্ম-মৃত্যুর ক্ষেত্রে যেখানে মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই সেখানেই যদি এরূপ বৈষম্য থাকতে পারে, তাহলে পুত্র-কন্যার জীবনকালে যেখানে মানুষের নিয়ন্ত্রণ আছে সেখানে কি পরিমাণ বৈষম্য বিদ্যমান তা সহজেই অনুমেয়। পরিবারের সদস্যদের প্রেম-ভালোবাসা, আদর-সোহাগ প্রভৃতির অধিকাংশই পুত্র সন্তানের ভাগ্যে জোটে। গৃহে ভালো কিছু রান্না হলে তার অগ্রভাগ পুত্র সন্তানের জন্য বরাদ্দ। বিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন পিতা-মাতা যদি তাদের সকল সন্তানের শিক্ষার ব্যয়ভার বহনে অক্ষম হয় তাহলে তাদের ক্ষমতা পুত্রের শিক্ষালাভেই ব্যয়িত হয়, কন্যাটি বঞ্চিত হয়। অনেক সময়েই পুত্রকে কোন উচ্চ বেতনের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াতে দিয়ে কন্যাকে অল্প বা বিনা বেতনের সরকারী স্কুলে পড়ানো হয়, কিম্বা মেয়েকে বাড়ীতে রেখে যতদিন না তার বিবাহ হচ্ছে তাকে দিয়ে বিনাবেতনে গৃহকর্ম করানো হয়।

**নারীর প্রতি অবজ্ঞার কারণঃ** কন্যা সন্তানের প্রতি এরূপ বঞ্চনার কারণ যদি কোন পিতা-মাতাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে তাদের উত্তর হয়, কন্যার পিছনে অর্থ ব্যয় করে কি লাভ? তাকে তো একদিন বিবাহ দিতেই হবে। সুতরাং সে যদি বিদ্যাশিক্ষা লাভ করে অর্থ উপার্জনে সক্ষম হয়ও তাতে আমাদের কি লাভ? তার বিবাহের পর তার উপার্জিত সব অর্থই অন্য পরিবার ভোগ করবে। অর্থাৎ নারীর প্রতি বঞ্চনার বা বৈষম্যের মূল কারণটি লুকিয়ে আছে সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত বিবাহ ব্যবস্থায়। পৃথিবীর যেকোন দেশের সভ্য সমাজে বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত। “Institution of marriage is witnessed in every type of society around the world. It can be perceived as a legal contract, a religious rite and a social practice that varies by legal jurisdiction, religious doctrine and culture.”<sup>5</sup> কিন্তু প্রচলিত এই বিবাহ ব্যবস্থার দ্বারা যে পরিবার গড়ে ওঠে সেই পরিবারের মধ্যেই নারী-পুরুষের বৈষম্যের বীজ সুপ্ত থাকে। পরবর্তীতে সমাজের বৃহত্তর পরিসরে তা ব্যপ্ত হয় মাত্র। প্রথম বৈষম্য পুত্র-কন্যার জন্মের সময় পুত্র সন্তান কামনার মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট হয়। কন্যা সন্তান পরিবারের অনাকাঙ্ক্ষিত ধন। তাই তারা থাকে অবহেলিত। কারণ আমরা যতই সভ্য, শিক্ষিত হই না কেন আমাদের একটি সুপ্ত বাসনা থাকেই যে, এই কর্ম থেকে আমরা কি পাব। যেখানেই আমরা ভবিষ্যতের সামান্য লাভের আশা দেখি সেখানেই আমরা অধিকতর যত্নে মনোনিবেশ করি। আবহমান কাল থেকে আমরা জেনেছি কন্যা সন্তান বিবাহের পর তার পতি গৃহে যাত্রা করবে, তার কর্মের সুফল তার পতির পরিবারবর্গই ভোগ করবে। কন্যা থেকে আমার বা আমার পরিবারের কোন লাভের আশা নেই – এই মানসিকতা নিয়েই কন্যার পিতা-মাতা কন্যার ভরণ-পোষণ করে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তার প্রতি একপ্রকার বৈষম্যের ভাব বাইরে সব সময় প্রকাশিত না হলেও অন্তরে সুপ্ত থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে দেখা যায় ভারতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মেয়েদের অংশগ্রহণ প্রতিনিয়ত কমছে। শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে এই প্রবণতা আরও বেশি। According to recent NSSO survey, 2017-18, in urban areas unemployment among educated women was twice their male counterparts. The rate went up to a high of 19.8 percent in 2017-18 from 10.3 percent in 2011-12. For rural educated women, unemployment stood at 17.3 percent in

2017-18 increasing sharply from 9.7 percent in 2011-12.<sup>6</sup> সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার এটাই যে পরিবারের মেয়েরাও এমনকি কন্যার নিজের মাতাও এইরূপ মনোভাবের শিকার হয়ে পড়ে এবং পুত্র ও কন্যার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে। একজন মাতা যে নিজেও এই বৈষম্যের শিকার, সেও যে কিভাবে এই মানসিকতার শিকার হয় সে এক রহস্য। আসলে কোন কন্যা যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং বিবাহের পর যে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয় উভয় ক্ষেত্রেই তাকে এরূপ ধারণার দ্বারা লালন করা হয়। পিতৃগৃহে অবস্থানকালে মা, পিসি, কাকি প্রভৃতি মেয়েরা তাদের কন্যার প্রতি এরূপ ধারণা পোষণ করেন যে, একে তো অন্য পরিবারে বিবাহ দিতেই হবে। আর এই ধারণা থেকেই তার প্রতি একটি বৈষম্যমূলক বঞ্চনার ভাবও ফুটে ওঠে। তাকে কোনরূপ অর্থনৈতিক কর্মে পারদর্শিতা লাভের সুযোগ দেওয়া হয় না। আর এভাবে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনহীন অবস্থায় একটি মেয়ে পিতৃগৃহ থেকে যখন সম্পূর্ণ অপরিচিত ও ভিন্ন এক পরিবারে নববধূরূপে আসে, তখন সে সেখানে পূর্ব থেকেই অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনহীন কিছু নারীকে যেমন- শাশুড়ি, ননদ প্রভৃতিকে পায়, যারা তাকে এই অবস্থাকে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। সে নারীও এটাকে জীবনের ভবিষ্যৎ বলে মেনে নিয়ে সেই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। বিবাহপূর্ব জীবনে কোন নারী যেসব কর্মে নিপুণতা লাভে সক্ষম হয়, তাকে সে অর্থনৈতিক কর্মে পরিবর্তনের সুযোগ পায় না। যদি লেখাপড়ার কথাই ধরা যায়, তাহলে দেখা যায়, কোন মেয়ে পরিবারের বৈষম্যমূলক আচরণকে অগ্রাহ্য করে যদি B.A, M.A. বা অন্য কোন উচ্চশিক্ষা লাভ করেও, সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাকরীর সুযোগ পায় না। কারণ উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর থেকেই তাকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি বা চাপ দেওয়া হতে থাকে। তারপর উচ্চশিক্ষা লাভের শেষে সে চাকরীর জন্য কোন বাড়তি সময় বা সুযোগ পায় না। আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় যে শিক্ষা আমাদের শিশুরা লাভ করে তাতে এমন সুযোগ নেই যে, উচ্চশিক্ষা লাভ করলেই সে কোন না কোন অর্থ উপার্জনের পথ খুঁজে পাবে। উচ্চশিক্ষা লাভের পরেও প্রয়োজন হয় নিরলস পরিশ্রম ও দৃঢ় মনোযোগ। কিন্তু পরিবার ও সমাজের নিরন্তর চাপে একটি মেয়ে সে সুযোগ আর কোথায় পায়। এক দুবছর যেতে না যেতেই তাকেও সেই অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনহীন অবস্থাতেই বিয়ের পীড়িতে বসতে হয়। বিয়ের পর স্বামীর ও তার পরিবারের নিরন্তর পীড়াপীড়িতে ভবিষ্যতের সব আশা পরিত্যাগ করে সন্তান ধারণে রাজী হতে হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সমস্যা নেই। কেননা বর্তমান সামাজিক কাঠামোয় কোন ছেলে যতক্ষণ না উপার্জনক্ষম হয় ততক্ষণ তাকে কেউই বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি বা চাপ দেয় না। সে একনিষ্ঠভাবে তার অধীত বিদ্যাকে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারে সক্ষম হয়।

**উপসংহারঃ** বর্তমান একবিংশ শতকেও নারী নির্যাতন, লিঙ্গবৈষম্য, জাতি-বৈষম্য, সংখ্যালঘু নিপীড়ন প্রভৃতি বিষয়গুলো আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যারূপে চিহ্নিত। সংখ্যার নিরিখে নারী-পুরুষ প্রায় সমান, সন্তান উৎপাদনে পুরুষের ভূমিকা থাকলেও নারীই প্রধান। এছাড়া সামাজিক কোন কর্মেই নারীর ভূমিকা কোন অংশে ন্যূন নয়। কাজী নজরুল ইসলাম যথার্থই বলেছেন, “বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর”। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নারী সংসারে অপাতঞ্জল্যে। “As far as women’s social status is concerned, they are not treated as equal to men in all spheres.”<sup>7</sup> শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকায় নারী সমাজ অবর্ণনীয় দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে। “Women constitute half of the humanity, even contributing two-thirds of world’s work hours. She earns only one third of the total income and owns less than one-tenth of the world’s

resources. This shows that the economic status of women is in pathetic condition and this is more so in a country like India.”<sup>8</sup> এই দুঃখের অনুসন্ধানে বলা যায়, শুধুমাত্র বিবাহ ব্যবস্থাই নারীর ক্ষমতায়নের বড় অন্তরায়। এরজন্যই নারীঅর্থ উপার্জনের জন্য পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ পায় না। আর যেহেতু অর্থই ক্ষমতার মাপকাঠি, সে চিরদিন ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে অবস্থান করে। সুতরাং নারীকে যদি ক্ষমতার কেন্দ্রে আনতে হয়, তাহলে তাকে অর্থ উপার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু বর্তমান বিবাহ ব্যবস্থা ও সামাজিক কাঠামোয় যা সম্ভব নয়। এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে মেয়ের বিবাহযোগ্যতার বড় বা প্রধান মাপকাঠি হল তার সৌন্দর্য। সৌন্দর্যই নারীর প্রধান পরিচয়। অন্যদিকে একটি ছেলের বিবাহযোগ্যতার প্রধান মানদণ্ড হল তার উপার্জন ক্ষমতা। বিবাহের ক্ষেত্রে সমাজের ধারণার যদি পরিবর্তন করা যায়, যদি উপার্জন ক্ষমতাই মেয়েদেরও বিবাহের অন্যতম মানদণ্ডরূপে সমাজে গৃহীত হয়, তাহলে এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব। অর্থাৎ কোন কন্যার বিবাহের জন্য তার সৌন্দর্য কেমন তাকেই প্রথম বিবেচনা না করে, প্রথমেই বিবেচনা করতে হবে সে কি পরিমাণ অর্থ উপার্জনে সক্ষম। এখানে একটি মৌলিক ও অনিবার্য প্রশ্ন উঠতে বাধ্য যে, মেয়েদের যদি অর্থ উপার্জনের জন্য বিবাহের পূর্বেই যথেষ্ট সময় ব্যয়িত হয়, তাহলে তাদের বিবাহকাল অতিক্রান্ত হয়ে যাবে, তাদের সন্তান ধারণে সমস্যা হবে বা সন্তান ধারণ ক্ষমতা লোপ পাবে, মনুষ্য জাতির অস্তিত্বের সংকট দেখা দেবে। এর উত্তরে বলা যায়, বর্তমান বিবাহ ব্যবস্থায় ছেলেরা যেমন বাধ্য হয় যত শীঘ্র সম্ভব কোন না কোন অর্থকরী কর্মে বা পেশায় নিযুক্ত হতে, তেমনি মেয়েরাও চাইবে বা তার পরিবার বাধ্য হবে তাকে অর্থ উপার্জনে সক্ষম করে তুলতে।

### তথ্য সূত্রঃ

1. MacIver and Page, Society, 1996, p-238
2. Khatun, R. Vivekananda's View on Women Empowerment, International Journal of Advanced Research and Development, 3(1), 2018, pp-987-990
3. Afsana, S. Women Empowerment: Issue and Challenges, International Journal of Indian Psychology, 4(3), 2017, pp-149-160, DIP: 18.01.239/20170403
4. বিবেকানন্দ রচনাসংগ্রহ, শ্রীগোপাল হালদার সম্পাদিত, অষ্টম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ-৩৬৫
5. Stanford Encyclopedia of Philosophy, Marriage and Domestic Partnership, First published in Saturday July, 11, 2009, substantive revision Wednesday August 8, 2012, California, p. 191-850
6. <https://www.orfonline.org/expert-speak/educated-unemployed-women-48737/> retrieve on 24/06/2022
7. Tembhre, M., Challenges and Prospects of Women Empowerment in India, ResearchGate, 2020
8. Afsana, S. Women Empowerment: Issue and Challenges, International Journal of Indian Psychology, 4(3), 2017, pp-149-160, DIP: 18.01.239/